ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ যেন ফলপ্রসূ হয়

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০১৯

টানা ২৮ বছর পর দেশের ‘দ্বিতীয় পার্লামেন্ট’ হিসেবে খ্যাত ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ’ (ডাকসু) নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আগামী ৩০ মার্চ এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা তৈরির কাজও প্রায় শেষ। এজন্য একটি ডাটাবেজও তৈরি হয়েছে।

বিস্ময়কর হলেও সত্য, গণতান্ত্রিক শাসনামলেও গত ২৮ বছর ৫ মাস ধরে ডাকসুর কোনো কার্যক্রম নেই। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৬ জুন। এর দীর্ঘ আট বছর পর ১৯৯৮ সালে ডাকসুর কমিটি ভেঙে দিয়ে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরেও সেই নির্বাচন আর হয়নি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমিতির মতো বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনগুলোর নির্বাচন প্রতি বছর নিয়মিতই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ডাকসু না থাকাতেই ছাত্র রাজনীতিতে অছাত্ররাও ঢুকে পড়েছে। এক সময় বলা হতো, ডাকসু ভবিষ্যতের জাতীয়

নেতৃত্ব তৈরির ‘সূতিকাগার’। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচার ও সামরিকতন্ত্রের বিপরীতে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ডাকসু। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার কারখানা, তেমনি ডাকসু রাজনীতিক তৈরির কারখানা। ডাকসুর মধ্য দিয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের অংশীদারিত্ব গড়ে উঠত। শুধু ঢাকা নয়Ñ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই ছাত্র সংসদ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এসব নির্বাচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যদিও ডাকসু নির্বাচনকে বার্ষিক হিসেবে দেখা উচিত। এজন্য সরকারের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের হাতে রাখতে হলে ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে হবে।

দীর্ঘ ২৮ বছর বন্ধ থাকার পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের এ উদ্যোগ নিশ্চয়ই আমাদের আশান্বিত করে। এটি দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন ও ভবিষ্যত রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরিতে ভালো ভূমিকা রাখবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে কিছু প্রশ্ন আমাদের ভাবায়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে ভয়ভীতি ও দখলদারিত্বের পরিবেশ পুরোমাত্রায় বর্তমান।

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাদে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা হলে অবস্থান করতে পারছেন না। সাধারণ ছাত্রদের অবস্থা আরও দুর্বিষহ। তাই এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, অবাধ ও ভীতিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। ডাকসু নির্বাচন সাধারণ ছাত্রদের বদলে বিশেষ কোন ছাত্র সংগঠনের স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে চলে গেলে তা ছাত্রসমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্য শুভ হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আগামী মার্চের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা মনে করি, দ্রুততার সঙ্গেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা উচিৎ। কোন অজুহাতেই নির্বাচন বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। একই সঙ্গে নির্বাচনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তুতিও নেয়া দরকার। পরিবেশ সৃষ্টির জন্য হলগুলোকে দখল এবং ক্যাম্পাস সম্পূর্ণভাবে বহিরাগতমুক্ত করতে হবে। নির্বাচনকে কী করে গ্রহণযোগ্য করা যায়, সে ব্যাপারে সব ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। সবার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিবাচক এ মানসিকতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকারি ও বিরোধীসহ সব রাজনৈতিক দলের সহযোগী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের মধ্যেও থাকতে হবে। বৈধ ভোটাররা যেন নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে এবং উপযুক্ত সব ছাত্র সংগঠন বিনা বাধায় প্রার্থিতা দাখিল, প্রচারণা ও নির্বিঘœ ভোট চাইতে পারে, তা নিশ্চিত করতে

হবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি যেন ডাকসু নির্বাচন এবং ছাত্র সংসদের কার্যক্রমে প্রভাব না ফেলে, তাও নিশ্চিত করতে হবে।